আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

জাতীয় বীমা দিবস ২০২৪

করবো বীমা গড়বো দেশ
স্মার্ট হবে বাংলাদেশ

বিশেষ ক্রোড়পত্র

১ মার্চ ২০২৪

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

আয়োজনে: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১৭ ফাল্গুন ১৪৩০
০১ মার্চ ২০২৪

বাণী

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় বীমা দিবস ২০২৪' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি বীমা প্রতিষ্ঠান, গ্রাহক সাধারণসহ বীমা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬০ সালের ১ মার্চ আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে যোগদান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে প্রতিবছর ১ মার্চ জাতীয় বীমা দিবস পালন করা হয়, যা বীমা শিল্পের উন্নয়নেও সহায়ক ভূমিকা রাখছে। সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন ছিল মহান স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের সুবিধার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সকল বীমা কোম্পানিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করেন এবং পরবর্তিতে ২টি কর্পোরেশনে একীভূত করেন। বর্তমানে ২টি সরকারি কর্পোরেশনসহ ৩৬টি লাইফ ও ৪৬টি নন-লাইফ বীমাকারী প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের আর্থিক নিরাপত্তা সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। আমি আশা করি, সরকারের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বীমার উপর মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

মানুষের সম্পদ ও জীবনের ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি সঞ্চয় সৃষ্টি ও বিনিয়োগে বীমা শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বীমা শিল্পের আধুনিকায়ন অত্যন্ত জরুরি। বীমা শিল্পের উন্নয়নে সঠিক কর্মপরিকল্পনা, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, সকল শ্রেণির মানুষের জন্য নতুন নতুন বীমা পরিকল্পনা চালুকরণ, দ্রুত বীমা দাবি পরিশোধ, পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গ্রাহককে উন্নত সেবা প্রদানে বীমা সংশ্লিষ্ট সকলে অধিকতর উদ্যোগী হবেন- এটাই সকলের কাম্য।

আমি 'জাতীয় বীমা দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমাখাতে যোগদানের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১লা মার্চকে 'জাতীয় বীমা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জাতির পিতা তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যোগদান করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতা-কর্মীদের সাথে স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান করতে পাকিস্তানি শাসকদের দৃষ্টি এড়াতে পেরেছিলেন। এ জন্য বীমাশিল্পে জাতির পিতার অবদান ও স্বাধীনতা আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঐতিহাসিক এ দিবসে পঞ্চম বারের মতো জাতীয় বীমা দিবস পালনের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকার রূপকল্প-২০৪১ ও বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০ প্রণয়ন করেছে। সরকারের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পায়নে মূলধন যোগানোর পাশাপাশি মানুষ ও সম্পদের ঝুঁকি নিরসনে বীমা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বীমা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বীমা মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকির বিপরীতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে যা মানুষকে আর্থিক দুর্দশা থেকে রক্ষা করে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরিতে বীমা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া বীমাখাতের প্রিমিয়াম মূলধন যোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বীমাশিল্পকে গতানুগতিক ধারা থেকে বের করে এ শিল্পের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি নিশ্চিত করে এর সার্বিক উন্নয়নে সরকার সময়োপযোগী বহুমুখী সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। অটোমেশনের মাধ্যমে বীমাশিল্পকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ বীমাখাত উন্নয়ন প্রকল্প' বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে দ্রুত বীমা খাতের উন্নয়ন সম্ভব হবে। বীমার পেনিট্রেশন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে আমাদের আরও তৎপর হতে হবে। বীমাখাত উন্নয়নে সরকার বিদেশে এ্যাকচুয়ারিয়াল সাইন্স পড়ার জন্য বৃত্তি প্রদান এবং দেশে এ কোর্স চালু করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়া, শীঘ্রই ব্যাংকাস্যুরেন্স পদ্ধতি চালু হবে। এ সকল উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে বীমাশিল্প দেশের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বীমার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে জাতির পিতার লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা বিনির্মাণে বীমাখাত কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ও উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছার জন্য বীমা রক্ষাকবচের ভূমিকা পালন করতে পারবে। সেজন্য এবারের জাতীয় বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য 'করবো বীমা গড়বো দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ' খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। আমি জাতীয় বীমা দিবস ২০২৪ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
জয়তু শেখ হাসিনা।

আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি

চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

বাণী

আজ দেশব্যাপী ৫ম জাতীয় বীমা দিবস পালিত হচ্ছে। ২০২০ সাল থেকে বাংলাদেশে ১লা মার্চ জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের রূপকার, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, উন্নত জাতি গঠনের স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬০ সালের ১ মার্চ তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে এ অঞ্চলের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। ঐ সময়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকাতে দেশের জনগণকে সংগঠিত করার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তিনি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যোগদান করেন। তার অফিসে বসে রচনা করেন বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজরিত তারিখটিকে স্মরণীয় বরণীয় করে রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১ মার্চকে 'জাতীয় বীমা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। ১ মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণা করা এবং পরবর্তীতে জাতীয় বীমা দিবসকে "খ" শ্রেণি থেকে "ক" শ্রেণিভুক্ত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বীমা পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

'করবো বীমা, গড়বো দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১ মার্চ ২০২৪ তারিখে দেশব্যাপী জাতীয় বীমা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আমি সকলকে জাতীয় বীমা দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দেশের বীমা শিল্পকে যুগোপযোগী করে উন্নত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বীমা আইন ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ প্রনয়ন করেন। তৎকালীন বীমা অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) গঠিত হওয়ার পরে বীমা খাতে আমূল পরিবর্তন আসে। বীমা আইনের আওতায় ইতোমধ্যে ১০টি বিধিমালা, ২০টি প্রবিধানমালা, ৪টি নীতিমালা/ নির্দেশনা এবং বহু সার্কুলার জারি করে বীমা সেক্টরকে একটি সুসংগঠিত ও দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করা হয়েছে। লাইফ বীমাকারীর মাঠ পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো পূণর্বিন্যাস করাসহ বীমাখাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে লাইফ ও নন-লাইফ বীমাকারীর একইরূপ সাংগঠনিক কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে। সর্বস্তরে বীমা সংশ্লিষ্ট কাজে সফটওয়্যারের ব্যাপক ব্যবহার এবং সকল বীমা কোম্পানি সমূহকে অনলাইনের আওতায় আনা, বীমার স্বচ্ছতা আনয়নের ক্ষেত্রে বীমাকারীদের মোবাইলে ফুদে বার্তা প্রেরণের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে Unified Messaging Platform (UMP) চালু, বার কোড সংবলিত ই-মানি রিসিপ্ট প্রদান, প্রতিবছর বিভাগীয় শহরগুলোতে পর্যায়ক্রমে বীমা মেলার আয়োজন এবং জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা আয়োজন মতো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে বীমায় নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন যেমন হবে তেমনি শস্য বীমা, স্বাস্থ্য বীমা ও শিক্ষা বীমার প্রসারের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব হবে। সরকার ঘোষিত জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমানে বীমা খাতকে আরও অত্যাধুনিক ও স্মার্ট করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের সার্বক্ষনিক প্রক্রিয়া চলমান রেখেছে।

প্রবাসী লক্ষ লক্ষ কর্মীর ঝুঁকি নিরসনে ইতোমধ্যেই 'প্রবাসী বীমা' চালু করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের অকাল মৃত্যুতে বা শারীরিক অক্ষমতায় তাদের শিক্ষা জীবন অব্যাহত রাখার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ৩ থেকে ১৭ বছর বয়সে শিক্ষার্থীদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' প্রকল্পটি কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে চালু করা হয়েছে। সর্বসাধারণের দূর্ঘটনাজনিত ক্ষয়ক্ষতি রোধকল্পে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ভবন বীমা, শস্য বীমা, যাত্রীদের ভ্রমণ বীমা, গবাদিপশুর বীমাসহ নানাবিধ বীমা সুবিধা চালু সক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দেশে একচ্যুয়ারির সংকট কাটিয়ে উঠতে একচ্যুয়ারিয়াল সায়েন্স বিষয়ে অধ্যায়নের জন্য বৃত্তি চালু করা হয়েছে। বীমা শিল্পের বিপণন ব্যবস্থা আধুনিক এবং বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে কর্পোরেট এজেন্টসহ ব্যাংকাস্যুরেন্স (Bancassurance) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে যার ফলে বীমা খাতকে একটি সাসটেইনাবল খাত হিসাবে দেখা যাবে। বীমা সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণাকে ইতিবাচক করতে এবং বীমা শিক্ষা প্রসারের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ নিয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে।

করোনা মহামারি উত্তর চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া ও ফিলিস্তিন-ইসরাইল যুদ্ধের মধ্যে অর্থনৈতিক স্থবিরতায় মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও ঝুঁকি নিরসনে বীমার গুরুত্ব নতুনভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। বাংলাদেশের বীমা খাতে উন্নয়ন তথা অটোমেশনের জন্য সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে একটি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। বীমা খাতে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। বীমা শিল্পের আধুনিকীকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং "স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১" এর ভিশন বাস্তবায়নে বীমা প্রভূত ভূমিকা রাখবে বলে দৃঢ়ভাবে আশা করা যাচ্ছে।

জাতীয় বীমা দিবস ২০২৪ এর সকল আয়োজন সফল করার জন্য আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়ার্স এসোসিয়েশন, সকল বীমা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় বীমা দিবস ২০২৪ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।
জয় বাংলা

মোহাম্মদ জয়নুল বারী

বীমা শিল্পের সম্ভাবনা ও ডিজিটালাইজেশন

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য খোকন, এনডিসি
সদস্য, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

'জাতীয় বীমা দিবস' বীমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে তুলে ধরার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীমা খাতে সম্পৃক্ত ছিলেন। বীমা খাতে তাঁর যোগদানের তারিখ ১ মার্চ কে (১৯৬০ সাল) সরকার 'জাতীয় বীমা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ বছর পঞ্চম বারের মতো 'জাতীয় বীমা দিবস' উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ বারের প্রতিপাদ্য "করবো বীমা গড়বো দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ"। সরকার এ দিবসটিকে 'খ' শ্রেণি থেকে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত করেছে। ফলস্বরূপ এ দিবস উদযাপনের মাধ্যমে বীমা খাতের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ঘটানো এবং জনগণের মাঝে বীমা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির ব্যাপক সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ও বীমা খাত

একটি জাতির উন্নতির প্রথম শর্ত তার অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করা। জাতির পিতা বাঙালি জাতিকে পরাধীনতামুক্ত করে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। একটি শোষণমুক্ত, স্বনির্ভর এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ জাতি গঠনে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানুষের জীবন-সম্পদের সুরক্ষা এবং শিল্পায়নে বীমার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই স্বাধীনতার পরপরই তিনি বীমা খাতকে ঢেলে সাজাতে এ খাতকে জাতীয়করণ করেন। বীমা ব্যবসাকে সুশৃঙ্খল কাঠামোবদ্ধ অবয়ব প্রদানের লক্ষ্যে কয়েক ধাপে বীমা খাত পুনর্গঠনের মাধ্যমে ১৯৭২ সালে লাইফ ও নন-লাইফ বীমা খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৮০ টি বেসরকারি বীমা কোম্পানির পাশাপাশি আজও এ দুটি বীমা কর্পোরেশন বীমা সেবা প্রদানে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। ১৯৭৩ সালে জাতির পিতার নির্দেশনায় বীমা খাতে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও আইনী অবকাঠামো

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরপরই আওয়ামী লীগ সরকার বীমা খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে ২০১১ সালে বীমা শিল্পের তদারকির জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৩৮ সালের পুরাতন বীমা আইন রহিত করে প্রণয়ন করা হয় 'বীমা আইন, ২০১০'। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বীমা খাতে আইনি কাঠামোকে পূর্ণতা দান ও আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যাবধি ৩০টি বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০১৪ সালে প্রণীত হয়েছে 'জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪'। ২০১৪ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ৯ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় নতুন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নতুন সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। সেখান থেকে উত্তরণের জন্য নতুন কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সে প্রেক্ষিতে নতুন জাতীয় বীমা নীতি, ২০২৪ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

বীমা খাতে ডিজিটালাইজেশন

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ২০২০ সালে 'Unified Messaging Platform (UMP)' নামে একটি ডিজিটাল ইকোসিস্টেম চালু করেছে, যার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে বীমাগ্রহীতাদের মোবাইলে প্রিমিয়াম জমার তাগিদ জানিয়ে খুদে বার্তা এবং পরবর্তীতে প্রিমিয়াম জমা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত আরো একটি খুদে বার্তা প্রেরণ করা হতো। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বর্তমানে গ্রাহকদের পরিচিতি, বীমা পলিসির মেয়াদ, জমাকৃত প্রিমিয়ামের বিবরণসহ প্রায় ৩৫ ধরণের তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে পলিসি রিপোজেটরি, ই-রিসিপ্ট, e-KYC, বীমা তথ্য মোবাইল এ্যাপ, বীমা গ্রাহক পোর্টাল, Electronic Report, Business Intelligence Tools ও Agent Licensing Online (ALO) মডিউল সংক্রান্ত সেবাসমূহ সংযুক্ত করা হয়েছে। বীমা পণ্য তৈরি, বিতরণ, বীমা দাবি প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য তরুণ উদ্যোক্তা এবং InsurTech/Startups প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ 'রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স (Regulatory Sandbox) গাইডলাইন্স ২০২৩' জারি করেছে।

প্রচার ও প্রচারণা বৃদ্ধি

বীমাকারী প্রতিষ্ঠান যাতে প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি করে সে লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ একটি পরিপত্র বিগত ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে জারি করে। উক্ত পরিপত্রের মাধ্যমে বীমা গ্রহীতাদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ও শিক্ষিত করার জন্য বেতার/ টেলিভিশন/ সংবাদপত্র ও সোস্যাল মিডিয়ায় অডিও ভিডিও ফরম্যাটে প্রচারণা বৃদ্ধির জন্য কোম্পানিসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বীমা বিষয়ে ২টি TVC ৪টি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হালনাগাদ তথ্যসমৃদ্ধ প্রচারপত্র (Brochure) প্রকাশ ও সর্বস্তরে বিলি করা হচ্ছে। বীমা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট ডেভল্‌প করে সোশ্যাল মিডিয়া (Facebook)-এ প্রচার করা হচ্ছে।

ব্যবসাবান্ধব বীমা খাত গড়ে তোলার জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ব্যবসাবান্ধব বীমা খাত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইন্স-২০২৩ জারি, Regulatory Sandbox গাইডলাইন্স-২০২৩ জারি, কর্পোরেট এজেন্ট (ব্যাংকাসুরেন্স) নির্দেশিকা-২০২৩ প্রবর্তন, বীমা গ্রাহক সুরক্ষা (Customer Protection) গাইডলাইন্স জারি, বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশনা জারি, সেমিনার-কর্মশালা আয়োজন, মরটালিটি ও মরবিডিটি টেবিল তৈরি, 'বীমা মেলা' আয়োজন, 'জাতীয় বীমা দিবস' আয়োজন, তথ্য সমৃদ্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীমা শিল্পে দক্ষ জনবল তৈরি, বীমা দাবি বিরোধ/ অভিযোগ নিষ্পত্তি, বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম, নতুন বীমা পরিকল্প অনুমোদন, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন ইত্যাদি।

জাতীয় বীমা দিবস

১ মার্চকে সরকার জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করায় র‍্যালি, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং বর্ণাঢ্য প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দেশব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এর মাধ্যমে জনগণের কাছে বীমার নানাবিধ সুবিধা তুলে ধরা হয়, যা এ খাতের প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাঠ প্রশাসনের অংশগ্রহণ দিবসটিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলে। দিবসটি উপলক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে বীমা বিষয়ে নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

বীমা খাতে উন্নয়ন প্রকল্প

বীমা খাতের উন্নয়নে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে ৮০৩.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভল্‌পমেন্ট প্রজেক্ট' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি, জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে Regtech/Suptech, ERP, Grievance Redress System software with integrated call center স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সুদূর প্রসারী প্রভাবে সমগ্র বীমা খাত উপকৃত ও আধুনিকায়ন হবে।

নন-লাইফ বীমাকারীদের সক্ষমতা

অতীতে বৃহৎ সরকারি প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে বিদেশে বীমা ও পুন:বীমা করতে হতো। বর্তমানে সরকারি বৃহৎ প্রকল্পসমূহের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু ট্যানেলসহ অন্য মেগা প্রকল্পগুলোর বীমা ঝুঁকি দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের মাধ্যমে আবরিত হচ্ছে। এছাড়াও, নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ গবাদি পশু বীমা, শস্য বীমা, কৃষি বীমা, প্রবাসী বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, হজ্জ বীমা, ক্ষুদ্র বীমা, দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বীমাসহ নতুন নতুন বীমা পরিকল্প উদ্ভাবন করে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সম্পদের ঝুঁকি নিরসনে ভূমিকা রাখছে।

নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে চালুকৃত পরিকল্পসমূহ

নারীদের জন্য পৃথক পৃথক বীমা পরিকল্প চালু করে বীমার আওতায় এনে নারীর ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শুধু নারীদের জন্য বিবিধ বীমা পরিকল্প চালু করা হয়েছে যথা: নিবেদিতা বীমা, দেনমোহর বীমা, প্রমিলা ডিপিএস বীমা, নিবেদিতা প্লাস বীমা এবং পারিবারিক নিরাপত্তা বীমা।

প্রিমিয়াম আয়

প্রিমিয়াম জমার বিপরীতে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকদের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। প্রিমিয়াম আয়ের প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর হতে বীমা খাত ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করেছে। ১৯৭৩ সালে দেশে মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ১১.৯০ কোটি টাকা। ২০০৮ সালে বীমা খাতের মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৫,৩১৭.০৮ কোটি টাকা যা ২০২৩ সালে ১৭,৪৮৪.০৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০৮ সাল হতে ২০২৩ সালে প্রিমিয়াম আয়ে ২২৮.৮২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে অর্থাৎ বছর ভিত্তিক গড় প্রবৃদ্ধি ১৪.৩০ শতাংশ।

বীমা পণ্য বহুমুখীকরণ

উদ্ভাবনী শক্তি একটি খাতকে পরিবর্তিত চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। বীমাকারীরা সাম্প্রতিক সময়ে বীমা পরিকল্পে বেশকিছু উদ্ভাবনী ধারণা যোগ করেছে। প্রচলিত বীমা সুবিধার বাইরে কিছু বীমাকারী টার্ম ইন্স্যুরেন্স পদ্ধতি চালু করেছে। এতে গ্রাহকগণ কম খরচে বৃহৎ অংকের বীমা সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। অভিভাবকের মৃত্যুতে অথবা পঙ্গুত্ব বরণের ফলে যাতে আর্থিক সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে মুজিববর্ষে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' চালু করা হয়েছে। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৫০ হাজার অভিভাবক বঙ্গবন্ধ